দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাজেট বরাদ্দ হ্রাসে শিক্ষাখাত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের আলোচনা সভায় বক্তারা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য বড় অঙ্কের বাজেট ঘোষণা হলেও শিক্ষা খাতে গত বছরের তুলনায় বরাদ্দ কমেছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করায় এ খাত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বক্তারা উল্লেখ করেন, এবছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১২ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত বছরের বাজেটে এ বরাদ্দ ছিল ১২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা যা ছিল মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। গতবারের চেয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাজেটে মানব-উন্নয়ন প্রসঙ্গ ও শিক্ষায় বরাদ্দ হ্রাস, শিক্ষকদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট সংকট এবং নির্বাচনে প্রার্থিতার উপর বিধি নিষেধ' বিষয়ক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানামুখী ধারা রয়েছে। যা শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। শিক্ষার সাফল্য পেতে উন্নত ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ওপর বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন। ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক বলেন, সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট লক্ষ্যহীন যাত্রার দলিল। অধিকাংশের কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাজেটে অর্থ বন্টন করা হয়নি। শিক্ষকদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর বিধি-নি আরোপের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন কোন দেশে শিক্ষকদের নির্বাচনে ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থিতা আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারে জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে বলে তিনি জানান।

কাজী ফারুক আরো বলেন, বেতন ভাতার সরকারি অংশগ্রহণের কারণে বেসরকারি শিক্ষকদের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থিতা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তিনি পরামর্শ দেন, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর সরকার নির্বাচিত পদের মেয়াদকাল পর্যন্ত সরকারি বেতন ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। আলোচনা সভায় অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক শাহজাহান, এস এম আব্দুল জলিল, বিলকিস জামান, মোঃ মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।